যুব প্রবণতা

নভেম্বর ২০২৫

আমার রক্তে মুক্তি প্রহর - সন্তানদের আমার কাছে সংগ্রহ কর

আমি শীঘ্রই আসছি!

মুখপাত্র

আমার প্রিয় তরুণ বন্ধুরা,

যীশুর মূল্যবান নামে তোমাদের উষ্ণ শুভেচ্ছা!

তোমাদের মতো তরুণদের যীশুর জন্য আগ্রহের সাথে জীবনযাপন করতে দেখে আমার হৃদয় অত্যন্ত আনন্দে ভরে ওঠে। এমন এক পৃথিবীতে যেখানে অসংখ্য যুবক জাগতিক আনন্দ এবং আকাঙ্ক্ষার পিছনে ছুটছে, তোমরা খ্রীষ্টের জন্য একটি পবিত্র এবং উদ্যোগী জীবনযাপন বেছে নিয়েছো এবং এটি তোমাদের সত্যিকার অর্থে ধন্য করে তোলে।

কখনও কখনও, তোমাদের মনে একটি চিন্তা আসতে পারে: "আমি আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের জন্য বেঁচে আছি, পাপের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি এবং বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করছি তবুও আমি উপহাস, সমস্যা এবং লজ্জার মুখোমুখি হই। কিন্তু যারা কেবল খ্রিষ্টীয় নাম বহন করে তারা সুখে বাস করে বলে মনে হয়।" হতাশ হবেন না! বাইবেল বলে, "প্রত্যেকের কাজ আগুনের দ্বারা প্রকাশিত হবে" (১ করিন্থীয় ৩:১৩)।

আগুন প্রতিটি ব্যক্তির কাজের মান পরীক্ষা করবে এবং এভাবেই এর প্রকৃত মূল্য প্রদর্শিত হবে।

যখন পৃথিবী বলে, "যেভাবে ইচ্ছা বাঁচো," ঈশ্বরের সন্তানদের অবশ্যই ভিন্নভাবে বেছে নিতে হবে। আমরা যদি ঈশ্বরের শেষ সময়ের পদক্ষেপের অংশ হতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই একটি পৃথক জীবনযাপন করতে হবে বিশ্বের ধরণ অনুসারে নয়।

মোশি তিন মাস থেকে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত রাজপ্রাসাদে বসবাস করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি আসলে কে, জন্ম থেকেই কে তাকে রক্ষা করেছিলেন এবং তার ঈশ্বর এবং তার লোকেরা কারা, তখন তিনি পাপের ক্ষণস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করার চেয়ে ঈশ্বরের লোকেদের সাথে কষ্টভোগ করা বেছে নিয়েছিলেন (ইব্রীয় ১১:২৫)। মোশির আগ্রহ দেখে ঈশ্বর তাকে সমস্ত ইস্রায়েলের নেতা হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তার মাধ্যমে মহান আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।

মোশির পরে, ঈশ্বর যিহোশূয়কে উত্থিত করেছিলেন - পরবর্তী প্রজন্মকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তার বাধ্যতা এবং উদ্যোগ দেখে। একইভাবে, যখন তুমি তাঁর প্রতি আগ্রহী থাকবে তখন ঈশ্বর তোমাকেও উন্নত করে তুলবেন।

অন্যদের সাথে নিজেকে তুলনা করে হতাশ হবেনা। শুধুমাত্র প্রভুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন এবং তোমার দৌড় ভালভাবে দৌড়াও । ঠিক যেমন মোশি ঈশ্বরকে অসন্তুষ্টকারী জনতার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং প্রভুর জন্য কষ্টভোগের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন - এবং তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বর ইস্রায়েলের জন্য মুক্তি এনেছিলেন -তেমনি, যখন তুমি যীশুর পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে এবং এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী আনন্দ প্রত্যাখ্যান করবেন, তখন ঈশ্বর অবশ্যই তোমাকে তোমার গ্রামে এবং শহরে একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ আনতে ব্যবহার করবেন।

নিঃসন্দেহে তোমার পুরস্কার তাঁর সাথেই আসছে!

খ্রিষ্টের মিশনে
মোহন সি. লাজারাস

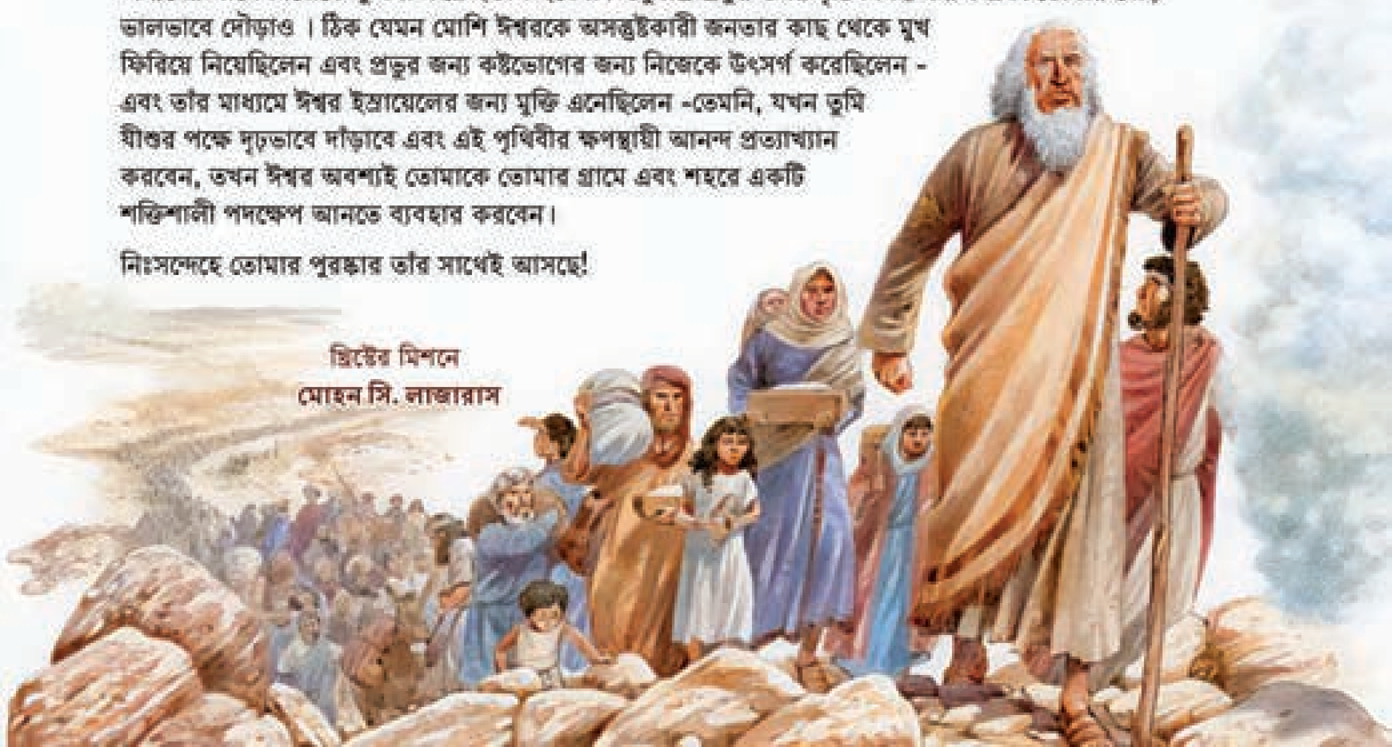

রকেট ম্যান!

সকল তরুণ সাফল্য অর্জনকারীদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা! বেশিরভাগ সময়, যখন আমাদের কোনও ধরণের দুর্বলতা, অক্ষমতা বা অসুস্থতা থাকে, তখন আমরা নিজেরাই এটি বারবার মনে করি যতক্ষণ না আমরা আমাদের মনকে বোঝাতে পারি যে সাফল্য অসম্ভব। কিন্তু কিছু বিরল মানুষ আছেন যারা তাদের দুর্বলতাগুলিকে বিজয়ের সূচনা বিন্দু হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তাদের থেকে অনেক উপরে উঠে যান। আজ, আসুন এমনই একজন সাফল্য অর্জনকারীর অবিশ্বাস্য জীবনের দিকে নজর দেই।

যে ছেলেটি হাল ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল ব্রাজিল গ্যাব্রিয়েলজিনহো ২০০২ সালে ব্রাজিলের সান্তা রিতা দো সাপুকেইতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফোকোমেলিয়া নামক একটি বিরল জন্মগত রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। (ফোকোমেলিয়া হল একটি বিরল জন্মগত ত্রুটি যেখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হাত বা পা অত্যন্ত ছোট এবং সরাসরি শরীরের সাথে সংযুক্ত থাকে, মাঝের অংশ অনুপস্থিত থাকে।) এই কারণে, গ্যাব্রিয়েল বাহু ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেন এবং তার পা খুব ছোট এবং অনুন্নত ছিল। যারা তাকে দেখেছিলেন তাদের অনেকেই ভেবেছিলেন, "এই শিশুটি কখনও অন্যদের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে না।" দারিদ্র্য এবং শারীরিক অক্ষমতার দ্বিগুণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে সে বড় হয়েছে। এমনকি সাধারণ দৈনন্দিন কাজও তার জন্য কঠিন ছিল। তবুও, এই সবকিছুর মধ্যেও তার মা কখনও আশা হারাননি। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন, "আমার ছেলে কেবল একটি সাধারণ জীবনযাপন করবে না, সে অসাধারণ জীবনযাপন করবে।" সেই অটল বিশ্বাস নিয়ে। তিনি তাকে অফুরন্ত উৎসাহ এবং ভালোবাসা দিয়ে বড় করেছেন।

অস্ত্র ছাড়াই সাঁতার শেখা: যদিও তার কোন হাত ছিল না, গ্যাব্রিয়েল মাত্র চার-পাঁচ বছর বয়সে সাঁতার শিখেছিলেন। তেরো বছর বয়সে, একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। তাকে না জানিয়েই, তার স্কুলের শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক একটি সাঁতার প্রতিযোগিতায় তার নাম লিখিয়ে দেন। তার নিজের সহ সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন - গ্যাব্রিয়েল সেই প্রতিযোগিতায় তিনটি স্বর্ণপদক জিতেছিলেন! এটি ছিল তার মহত্ত্বের যাত্রার প্রথম ধাপ। সেই মুহূর্ত থেকে, সাঁতারের প্রতি তার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। যদিও হাত ছাড়া কারও পক্ষে সাঁতার কাটা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, গ্যাব্রিয়েল একটি অনন্য উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন - তার কোমর এবং পা ব্যবহার করে ডলফিনের মতো জলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়া। চ্যাম্পিয়নের মতো প্রশিক্ষণ: গ্যাব্রিয়েল ব্রাজিলের অন্যতম বিখ্যাত ক্লাব ক্রুজেইরো স্পোর্টস ক্লাবে প্রশিক্ষণ শুরু করেন। সেখানকার ক্রীড়াবিদ এবং কোচরা তাকে অবিশ্বাস্য সমর্থন এবং উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি সপ্তাহে ছয় দিন প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা অনুশীলন করতেন, তার শরীরকে শক্তিশালী করতেন এবং তার দক্ষতা নিখুঁত করতেন। ছোট ছোট জয় তার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিত, অন্যদিকে বড় স্বপ্ন তাকে এগিয়ে নিয়ে যেত।

স্থানীয় চ্যাম্পিয়ন থেকে বিশ্ব নায়ক

☞ ২০১৯ সালে, পেরুতে অনুষ্ঠিত প্যারাপান আমেরিকান গেমসে, গ্যাব্রিয়েল ব্রাজিলের হয়ে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক জিতে তার জাতিকে গর্বিত করেছিলেন।

☞ তারপর, ২০২০ সালের টোকিও প্যারালিম্পিকে, তিনি দুটি স্বর্ণপদক এবং একটি রৌপ্য পদক জিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন।

☞ ২০২৪ সালের প্যারিস প্যারালিম্পিকের মধ্যে, গ্যাব্রিয়েল ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। তিনি তিনটি স্বর্ণপদক জিতেছিলেন এবং "রকেট ম্যান" ডাকনাম অর্জন করেছিলেন। পুরুষদের S2 ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে, তিনি ৩ মিনিট ৫৮.৯২ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। তিনি ১০০ মিটার এবং ৫০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক ইভেন্টেও আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, তার নামে আরও পদক যোগ করেছিলেন।

আজ, গ্যাব্রিয়েলজিনহো একজন বিশ্বখ্যাত প্যারালিম্পিক তারকা হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। তার ক্রীড়া জীবনের পাশাপাশি, তিনি সাংবাদিকতায় ডিগ্রিও অর্জন করছেন - প্রমাণ করে যে তার সাফল্যের ক্ষুধা সুইমিং পুলের বাইরেও বিস্তৃত। তার পরবর্তী লক্ষ্য? ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস প্যারালিম্পিক।

শক্তির সত্যিকারের সংজ্ঞা

প্রিয় বন্ধুরা, মনে রাখবেন: শারীরিক অক্ষমতা কোনও বাধা নয় - দৃঢ় সংকল্পের অভাব। গ্যাব্রিয়েল আমাদের বেশিরভাগের কাছে সহজতম কাজও করতে পারেননি যা আমরা হালকাভাবে নিই। কিন্তু অভিযোগ করার পরিবর্তে, তিনি সাহস বেছে নিয়েছিলেন। আত্ম-করুণার পরিবর্তে, তিনি শক্তি বেছে নিয়েছিলেন। আজ, তিনি প্রেরণা এবং স্থিতিস্থাপকতার প্রতীক হিসাবে বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত। তাহলে, একবার গভীরভাবে ভাবুন আপনার সীমাবদ্ধতা কোথায়? এটা কি আপনার শরীরে... নাকি আপনার মনে?

বিশ্বাসের উড়ান

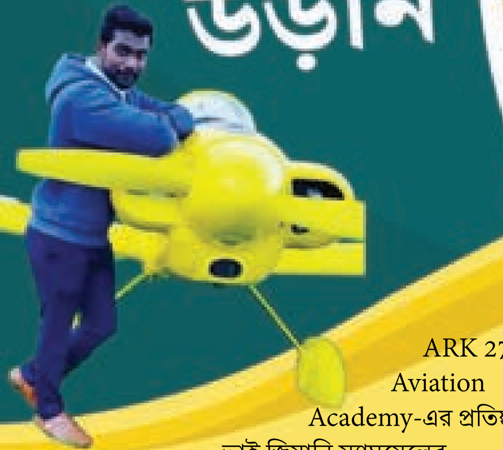

ARK 27 Aviation Academy-এর প্রতিষ্ঠাতা ভাই জিয়ানি স্যামুয়েলের অনুপ্রেরণামূলক যাত্রা। ছোট শহর কোভিলপট্টিতে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠা, ভাই জিয়ানি স্যামুয়েল একটি স্বপ্ন নিয়ে বড় হয়েছিলেন - একজন পাইলট হওয়ার। আজ, অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার পর, তিনি তার নিজস্ব পাইলট একাডেমি - ARK 27 Aviation পরিচালনা করেন। আসুন তার নিজের ভাষায় তার অনুপ্রেরণামূলক যাত্রা শুনি।

হ্যালো ভাই, আপনার পরিবার এবং শৈশব সম্পর্কে আমাদের কিছু বলতে পারবেন?

আমার জন্ম থুথুকুডি জেলার কোভিলপট্টিতে একটি খ্রিস্টান পরিবারে। আমার বাবা একজন পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে কাজ করতেন এবং আমার মা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। আমার এক বড় বোন আছেন যিনি একজন ডাক্তার। ছোটবেলা থেকেই আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল পাইলট হওয়া। যখনই কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করত, "বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও?" তখনই আমার উত্তর ছিল একই "আমি পাইলট হতে চাই।" সেই স্বপ্নই জীবনের প্রতি আমার সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে রূপ দিয়েছে।

তোমার ছাত্রজীবন কেমন ছিল এবং আপনার যৌবনের মোড় কোনটি ছিল?

ছোটবেলায় আমি নিয়মিত গির্জায় যেতাম এবং বাবা-মায়ের প্রতি বাধ্য থাকতাম। কিন্তু অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত, আমি দুষ্টুমি করতাম - বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতাম, ঘোরাঘুরি করতাম, টিউশন এড়িয়ে যেতাম। ক্লাস, আর যেকোনো চিন্তামুক্ত কিশোরের মতো জীবনযাপন। আমার বাবা-মা আমার যা যা প্রয়োজন তা সবই দিয়েছিলেন; আমার কোনও কিছুর অভাব ছিল না। আমি ভালো পড়াশোনা করেছি কিন্তু অন্যরা যা করে তা অনুসরণ করার বাইরে আমার আর কোনও স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না।

তারপর দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে যায়, এতটাই মারাত্মক যে আমার মুখের ডান দিকটা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। অনেক দিন ধরে আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম এবং স্কুলে যেতে পারিনি। সেই সুস্থতার সময়ে, আমি প্রথমবারের মতো আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বের সাথে ভাবতে শুরু করি। আমি ভাবছিলাম, "যদি আমি পরীক্ষায় ফেল করি, তাহলে আমার জীবনের কী হবে?" ভয় আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল - কিন্তু এটি আমাকে ঈশ্বরের আরও কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি নিয়মিত বাইবেল পড়া শুরু করি এবং যীশু সম্পর্কে আরও জানার জন্য আমার মধ্যে ক্ষুধা জাগ্রত হয়। আমি আমাদের পারিবারিক প্রার্থনায় যোগ দিতে শুরু করি এবং ধীরে ধীরে একটি সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রায় ফিরে আসি। তখনই আমি বুঝতে পারি প্রার্থনা কতটা অপরিহার্য এবং খ্রীষ্টের কাছাকাছি থাকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সেই অভিজ্ঞতা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

পাইলট হওয়ার স্বপ্ন পূরণের জন্য আপনি কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন?

দশম শ্রেণীতে পড়ার সময়, আমি আমার জীবন সম্পূর্ণরূপে যীশুর কাছে সমর্পণ করেছিলাম এবং প্রার্থনাকে একটি দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করেছিলাম। যত বেশি প্রার্থনা করতাম, ততই আমি বুঝতে শুরু করি যে আমার কী করা উচিত এবং কী করা

উচিত নয়। স্কুল শেষ করার পর, আমি গবেষণা শুরু করি কিভাবে পাইলট হবো - কিন্তু আমাকে পথ দেখানোর জন্য কেউ ছিল না। আমার পরিবারে বা বন্ধুদের মধ্যে কারোরই বিমান চালনার সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না।

তাই, আমি প্রথমে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE) তে ডিপ্লোমা সম্পন্ন করি। তারপর আমি আমার বাবাকে বিমান চালনার আমার ইচ্ছার কথা জানাই। তিনি সর্বত্র খোঁজাখুঁজি শুরু করেন এবং অবশেষে চেন্নাইতে একটি ইনস্টিটিউট খুঁজে পান। আমি ফ্লাইট ডিসপ্যাচ কোর্সে ভর্তি হই, কিন্তু পরে জানতে পারি যে পাইলট হওয়ার জন্য এটি কোনও বাধ্যবাধকতা নয়। এটা ছিল আমার জন্য বিরাট হতাশার, কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি।

আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে থাকলাম, আগের চেয়েও বেশি আবেগের সাথে যীশুকে খুঁজছিলাম। আর ঈশ্বর পাশের দরজা খুলে দিলেন - পাইলট ট্রেনিং একাডেমিতে যোগদানের সুযোগ। সেখানেও, আমি বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ এবং বিপত্তির মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমার যাত্রার প্রতিটি ধাপ সংগ্রামের দ্বারা চিহ্নিত ছিল, কিন্তু আমি হাল না ছেড়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম।

আপনি হাল ছাড়েননি! প্রশিক্ষণ কি আপনার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট ছিল?

যীশুর যত কাছে আসতে লাগলাম, আমি প্রার্থনায় দৃঢ় হয়ে উঠলাম - তাঁকে অবিরাম অনুরোধ করতে লাগলাম যেন তিনি আমাকে একজন পাইলট বানান। ঈশ্বর আমাকে দেখাতে শুরু করলেন যে কোন পদক্ষেপগুলি নিতে হবে এবং কী এড়িয়ে চলতে হবে। তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করে, আমি নিউজিল্যান্ডে পড়াশোনা করতে যাই। সেখানকার জীবন সহজ ছিল না; বিদেশে আমাকে বেশ কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

আমার পড়াশোনার মাঝামাঝি সময়ে, আমি একটি মর্মান্তিক খবর পেলাম যে আমার বাবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি ভেঙে পড়েছিলাম। আমার কি আর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া উচিত নাকি বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত? যদি আমি ফিরে যাই, আমার স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছিলাম। আমি নিউজিল্যান্ডের আমার গির্জার বন্ধুদেরও আমার বাবার জন্য প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। ধীরে ধীরে, তিনি সুস্থ হতে শুরু করেন! এতে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় এবং আমি সম্পূর্ণরূপে প্রার্থনার উপর নির্ভর করতে শিখি। অবিরাম প্রার্থনা এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে, ঈশ্বর আশ্চর্যজনক কাজ করতে শুরু করেন। আমি সফলভাবে আমার পড়াশোনা শেষ করি এবং ২০১৯ সালে ভারতে ফিরে আসি।

অনেক সংগ্রামের পর, অবশেষে আপনি ভারতে ফিরে এলেন। তুমি কি এখনই চাকরি পেয়ে গেছেন?

(মুচকি হেসে) না, মোটেও না! আমি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম -পাইলট হিসেবে কাজ করলেই আমি কাজ করবো। আমি অবিরাম প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু মাসের পর মাস কেটে গেল কোন উত্তর না পেয়ে। সেই মাসগুলো কষ্টে ভরা ছিল। তারপর, আরেকটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে - আমার বাবা ২০১৯ সালের আগস্টে মারা গেলেন। আমি ভেঙে পড়েছিলাম। আমার বোন তখনও অবিবাহিত ছিল, এবং আমি জানতাম না পরবর্তী কী করব। যদিও আমি আমার পড়াশোনা শেষ করেছিলাম, আমি বেকার এবং বিভ্রান্ত ছিলাম। একমাত্র ছেলে হিসেবে, আমাকে পরিবারের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল এবং আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ক্রমাগত প্রার্থনার মাধ্যমে, ঈশ্বর আমাকে ২০২২ সালে আমার বোনের বিয়ে সফলভাবে আয়োজন করতে সাহায্য করেছিলেন। এটি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কৃপায় হয়েছিল শুধুমাত্র প্রার্থনার কারণেই!

এরপর আপনার ক্যারিয়ার এবং পেশা কেমন রূপ নিল?

সেই মরশুমে, আমি নালুমাবাদীতে গিয়েছিলাম, যেখানে মোহন আঙ্কেল এবং পন্নীরের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। সেলভাম আঙ্কেল হিসেবে। তাদের সাথে কথা বলার সময় তারা আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, "পড়াশোনা শেষ করে শুধু অলস বসে থাকা উচিত নয়। ঈশ্বর যে সুযোগই দিক না কেন, তা গ্রহণ করো। এগিয়ে চলো।" তাদের কথাগুলো সত্যিই আমার মনে দাগ কেটেছিল। এই বিষয়ে প্রার্থনা করার পর, আমি মনে মনে শান্তি অনুভব করেছি। ঈশ্বরের নির্দেশনা অনুসরণ করে, আমি চেন্নাইয়ের একটি এভিয়েশন কলেজে দুই বছর প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কাজ শুরু করি। কাজ শুরু করার আগে, আমি ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি প্রকল্প পরিকল্পনা করেছিলাম। যখন আমি কয়েকটি কোম্পানির কাছে তাদের একটি উপস্থাপন করি, তখন একদল লোক আমার সাথে একটি নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য যোগাযোগ করে। এভাবেই ARK 27 এভিয়েশন একাডেমির জন্ম হয় - 'ARK' যা নোহের জাহাজকে বোঝায়।

এটা অসাধারণ! তাহলে, ARK ২৭ এভিয়েশন একাডেমি আসলে কী, এবং এটি এখন কেমন চলছে?

ARK ২৭ Aviation Academy হল একটি পাইলট প্রশিক্ষণ একাডেমি যা

উচ্চাকাঙ্ক্ষী পাইলটদের সাহায্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। যখন আমি পড়াশোনা করছিলাম। আমাকে পথ দেখানোর জন্য আমার কোনও পরামর্শদাতা ছিল না, এবং আমি অসংখ্য সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমার লক্ষ্য হল পরবর্তী প্রজন্মকে আমার মতো সংগ্রামের মুখোমুখি না হতে দেওয়া। আজ, একাডেমি শিক্ষার্থীদের বিমান চালনায় তাদের স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করে। ঈশ্বর, যিনি একসময় আমাকে পাইলট হওয়ার স্বপ্নের পিছনে ছুটতে দেখেছিলেন, তিনি এখন আমাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেছেন যেখানে আমি এমন একটি দলের সাথে কাজ করি যারা এমনকি বিমানের মালিকও! এটা সম্পূর্ণরূপে প্রভুর কাজ।

পরিশেষে, আজকের তরুণদের আপনি কী বলতে চান?

প্রিয় তরুণরা, যখনই তোমরা কোন সিদ্ধান্ত নিও, ঈশ্বরকে প্রথমে রাখো। যখন তোমরা তা করবে, তিনি তোমাদের জীবনে বিস্ময়কর কাজ করবেন। কখনও অলস হবেন না বা সহজে হাল ছেড়ে দেবেন না। যখন ব্যর্থতা আসবে, তখন থেমে যেও না এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাও। যখন তুমি কঠোর পরিশ্রম করতে থাকবে এবং তাঁর হাতে নম্র থাকবে, তখন ঈশ্বর অবশ্যই তোমাকে উঁচু করে তুলবেন। প্রভুর প্রতি ভয় হল জ্ঞানের শুরু এবং এই পদটিই আমি এখনও ধরে রেখেছি।

যখন তুমি ঈশ্বরকে প্রথম স্থান দেবে, তখন তিনি তোমার পড়াশোনা, ক্যারিয়ার এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাকে উন্নত করবেন!

নভেম্বর মাস আসার সাথে সাথেই আমাদের মনে একটি তারিখ প্রতিধ্বনিত হয় শিশু দিবস! বিশ্বজুড়ে পালিত সকল বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে, শিশু দিবস একটি অনন্য এবং অর্থবহ স্থান অধিকার করে। আসুন এই দিনটি সম্পর্কে কিছু আকর্ষণীয় তথ্য দেখে নেওয়া যাক, যা শিশুদের সুখ এবং মঙ্গলের জন্য নিবেদিত।

শিশুরা হৃদয়ে পবিত্র - নিষ্পাপ, সৎ এবং আলোয় পরিপূর্ণ। ভারতে, শিশু দিবস ১৪ নভেম্বর পালিত হয়, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন, যিনি ১৮৮৯ সালে এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন, নেহেরু শিশু ও যুবকদের শিক্ষা ও বিকাশের উন্নতির লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছিলেন। রাজনৈতিক বিষয়ে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, তিনি সর্বদা শিশুদের সাথে সময় কাটাতেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে "শিশুদের সঠিকভাবে শিক্ষা দিতে হবে, কারণ শিক্ষাই তাদের বিকাশের বীজ।"

ভারত বিশ্বের সবচেয়ে বেশি শিশু জনসংখ্যার দেশগুলির মধ্যে একটি। শিশুদের প্রতি নেহরুর গভীর স্নেহ - এবং তাঁর প্রতি তাদের অসীম ভালোবাসার কারণেই প্রতি বছর তাঁর জন্মদিন শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়।

শিশুরা: জাতির ভিত্তি

যখন বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের সাথে যোগাযোগ করেন, তখন তাদের নিজেদের মতো করে গড়ে তোলার জন্য তাদের চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে শিখতে হবে। তবেই তারা সত্যিকার অর্থে তাদেরকে আগামীকালের সফল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। শিশুরা একটি জাতির ভবিষ্যতের ভিত্তি তৈরি করে। শৈশবে শেখা মূল্যবোধ এবং শিক্ষা একদিন তাদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমগ্র সমাজে প্রতিফলিত হবে। এই কারণেই এই প্রাথমিক বছরগুলিতে ভালো অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সুস্থ বন্ধুত্বকে উৎসাহিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের নির্দেশনা ভ্রাতৃত্ব, করুণা এবং সহযোগিতার মনোভাব লালন করতে সাহায্য করে।

স্বপ্ন এবং সম্ভাবনা লালন করা:

প্রতিটি শিশুর ভেতরে একটি অনন্য স্বপ্ন থাকে। সেই স্বপ্নগুলোকে চিনতে পারা এবং সেগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে সাহায্য করা বাবা-মায়ের দায়িত্ব। শিশু দিবসে, বাবা-মা এবং শিক্ষকদের তাদের নিজস্ব পার্থক্যগুলোকে দূরে সরিয়ে রেখে শিশুদের আগ্রহ, অভিজ্ঞতা, আকাঙ্ক্ষা, মনোভাব এবং আবেগ পর্যবেক্ষণের উপর মনোনিবেশ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। এই সচেতন মনোযোগ তাদের ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় বিনিয়োগগুলির মধ্যে একটি। শিশুরা আগামীকালের সমাজের স্তম্ভ। যেমনটি বলা হয়,আজকের শিশুরা আগামীকালের নাগরিক।" তাদের বৃদ্ধি এবং অগ্রগতি জাতির বিকাশ নির্ধারণ করে।

এই শিশু দিবসের জন্য একটি অঙ্গীকার

তাই, ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে শিশু দিবস উদযাপনের সময়, আসুন আমরা প্রতিটি শিশুর স্বপ্ন এবং প্রতিভাকে সম্মান করার, ভালোবাসা এবং উৎসাহের সাথে তাদের লালন-পালন করার এবং তাদের আনন্দিত, আত্মবিশ্বাসী এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করার জন্য সম্মিলিত অঙ্গীকার গ্রহণ করি যারা এই পৃথিবীকে আরও ভালো করে তুলবে।

আমি শীঘ্রই আসছি!

পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপনের আগে যীশু খ্রীষ্ট ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন যিনি মানবজাতিকে পাপ থেকে উদ্ধার করবেন। পিতা কর্তৃক জগতের মুক্তিদাতা হিসেবে প্রেরিত হয়ে, যীশু সমস্ত মানবজাতির জন্য নিখুঁত বলিদান হিসেবে ক্রুশে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন,পরিত্রাণের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। তৃতীয় দিনে। তিনি আবার উঠলেন এবং স্বর্গে আরোহণ করলেন এবং ঠিক যেমন তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি আবারও এই পৃথিবীতে ধার্মিক বিচারক হিসেবে ফিরে আসবেন। কেউই তাঁর বিচার এড়াতে পারবে না।

পুরাতন এবং নতুন উভয় নিয়মেই স্পষ্টভাবে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের কথা বলা হয়েছে।

যীশু নিজেই বলেছিলেন, "আমি তোমাদের জন্য জায়গা প্রস্তুত করতে যাচ্ছি। আর যদি আমি গিয়ে তোমাদের জন্য জায়গা প্রস্তুত করি, তাহলে আমি ফিরে আসব এবং তোমাদের আমার কাছে নিয়ে যাব, যাতে আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পারো।" (যোহন ১৪:৩)

ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত যে প্রত্যেক ব্যক্তি একবার মারা যাবে এবং তারপর বিচারের মুখোমুখি হবে।

এবং হনোকের পরবর্তী সময়ে, অনেক ভাববাদী, প্রেরিত পৌল, পিতর এবং যোহন - সাহসের সাথে ঘোষণা করেছিলেন যে যীশু জগতের বিচার করার জন্য ফিরে আসবেন।

"নোহের সময়ে যেমন হয়েছিল, মনুষ্যপুত্রের আগমনের সময়েও তেমনি হবে।" (মথি ২৪:৩৭)

নোহের সময়ে, মানুষ খেত, পান করত এবং যেভাবে খুশি জীবনযাপন করত। যদিও নোহ তাদের আসন্ন বিচারের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন, তবুও কেউ মনোযোগ দেয়নি যতক্ষণ না বন্যা এসে তাদের সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যীশু খ্রীষ্টের আগমন ঠিক একই রকম হবে। আজও, তাঁর প্রত্যাবর্তনের অসংখ্য বার্তা শোনা সত্ত্বেও, লোকেরা অবিচল থাকে। অতএব, সতর্ক থাকুন, অনুতপ্ত হন এবং তাঁর আগমনের জন্য আপনার হৃদয় প্রস্তুত করুন।

আজ আমাদের চারপাশে আমরা যে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের গুজব দেখতে পাই তা তাঁর পুনরাগমনের দিকে ইঙ্গিত করে এমন স্পষ্ট

লক্ষণ। পাপ, অবিচার এবং অনৈতিকতা কেবল সদোম ও ঘমোরার দিনের মতো, পৃথিবী জুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। সেই সময়, মাত্র কয়েকজন ঈশ্বরের ভয়ে এবং পবিত্রতায় বাস করত; আজও একই অবস্থা। আপনার চারপাশে যত পাপই আসুক না কেন, নিজেকে রক্ষা করুন এবং সাবধানে জীবনযাপন করুন যাতে আপনি পাপের দিকে না ঝোঁকেন।

"অতএব, তোমরা জাগিয়া থাকো, কারণ মনুষ্যপুত্র কখন আসিবেন, সেই দিন বা দণ্ড তোমরা জান না।" (মথি ২৫:১৩)

খ্রীষ্টের পুনরাগমনের দিনে, যারা তাঁকে কখনও চিনতেন না এবং এমনকি যারা তাঁকে চিনতেন কিন্তু এমনভাবে জীবনযাপন করেছিলেন যেন তারা জানেন না, তারা ভয়ে কাঁপবেন। কিন্তু যারা তাঁর রক্তের দ্বারা মুক্ত হয়েছেন, যারা তাঁর বাক্য মেনে চলেন এবং তাঁর আগমনের জন্য অপেক্ষা করেছেন, তারা সেই দিনে আনন্দ করবেন। তারা ভয়ে নয়, আনন্দে প্রভুকে স্বাগত জানাবেন।

আজ আমরা যে পৃথিবী দেখছি তা একদিন আগুনে পুড়ে যাবে। "জগৎ ও তার কামনা বাসনা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে সে চিরকাল বেঁচে থাকে। প্রিয় সন্তানেরা, এই তো শেষ সময়; আর তোমরা যেমন শুনেছ যে খ্রীষ্টবিরোধী আসছে, তেমনি এখন অনেক খ্রীষ্টবিরোধীও এসেছে। এভাবেই আমরা জানি যে শেষ সময়" (১ যোহন ২:১৭-২০)। তাই, সময়কে চিনুন এবং পবিত্র জীবনযাপনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করুন। যীশু তাঁর প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে যে প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী বলেছিলেন তা আমাদের চোখের সামনেই আশ্চর্যজনক নির্ভুলতার সাথে পূর্ণ হচ্ছে।

লূক ২১:৩৬ পদে যীশু বলেছেন: "সর্বদা জাগিয়া থাকো, এবং প্রার্থনা করো যেন যা কিছু ঘটতে চলেছে তা থেকে রক্ষা পেতে পারো।" যদি আমরা প্রার্থনাহীন জীবনযাপন করি, তাহলে তিনি যখন আসবেন তখন আমরা পিছনে পড়ে থাকবো। আধ্যাত্মিকভাবে সজাগ থাকো, তোমার চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি দেখো, তুলনা করো তাদের বাক্য দিয়ে প্রার্থনা করো। দুঃখের বিষয়, অনেক খ্রিস্টান দিনে পাঁচ মিনিটও প্রার্থনা করে না! কিন্তু যখন তূরী বাজবে এবং প্রভু তাঁর দূতদের সাথে ফিরে আসবেন, তখন তাঁর লোকেদের উপরে তুলে নেওয়া হবে এবং যারা প্রার্থনা অবহেলা করেছিল তারা পিছনে পড়ে যাবে।

সেই দিনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে এবং পাপের কবল থেকে বাঁচতে, আপনাকে অবশ্যই জেগে থাকতে হবে এবং প্রার্থনা করতে হবে। এমনকি যদি আপনি পরিচর্যায় লক্ষ লক্ষ টাকা দান করে থাকেন, তবুও প্রার্থনার জীবন ছাড়া তাঁর আগমনে আপনাকে যোগ্য বলে মনে করা যাবে না।

তাঁর প্রত্যাবর্তনের লক্ষণগুলি তীব্রতর হচ্ছে - তিনি ইতিমধ্যেই দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। নষ্ট করার আর সময় নেই। তাঁর আগমনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন।

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা,

তুমি কি পাপে ভরা এক পৃথিবীতে ডুবে যাচ্ছ - তোমার পবিত্রতা হারিয়ে ফেলছ, প্রার্থনা করতে ভুলে যাচ্ছ, ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যাচ্ছ এবং তোমার অনন্ত ভাগ্যকে ঝুঁকির মুখে ফেলছ?

অথবা আপনি কি সেই ব্যক্তির অপেক্ষায় সজাগ থাকা, আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করা এবং পবিত্র জীবনযাপন করা বেছে নেবেন যিনি বলেছেন,

"দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি! আমার পুরস্কার আমার কাছে আছে, এবং আমি প্রত্যেককে তার কর্ম অনুসারে প্রতিদান দেব।" প্রকাশিত বাক্য ২২:১২)

যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "আমি শীঘ্রই আসছি, "তিনি অবশ্যই শীঘ্রই আসবেন!

অলৌকিক ঘটনা ঘটে তিক্ততা মিষ্টি হয়ে যায়!

একবার, এক বোন আমার সাথে প্রার্থনার জন্য দেখা করতে এসেছিলেন। যখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তিনি আমার কাছে কী প্রার্থনা করতে চান, তখন তিনি কান্নাজড়িত গলায় বললেন, "দয়া করে প্রার্থনা করুন যেন প্রভু আমাকে নিয়ে যান।" আমি হতবাক হয়ে গেলাম। "তুমি কেন এমন বলছো?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। সে ব্যথায় উত্তর দিল, "আমি আর আমার সমস্যাগুলি সহ্য করতে পারছি না। জীবন অসহনীয় বোধ করে। আমি কেবল মরতে চাই।"

তার হৃদয় গভীরভাবে আহত হয়েছিল, এবং জীবন তার কাছে তিক্ত হয়ে উঠেছিল। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের নিয়ে যান না - তিনিই জীবনের তিক্ততাকে মধুরতায় পরিণত করেন।" তার জন্য প্রার্থনা করার পর, আমি তাকে মনে মনে শান্তি নিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। হয়তো আজ তোমারও তাই মনে হচ্ছে।

হয়তো তুমি ভাবছো, "জীবন খুব তিক্ত হয়ে গেছে। মৃত্যু বেঁচে থাকার চেয়ে সহজ বোধ করে।" হয়তো তুমি জিজ্ঞাসা করছো। "কেন এটা শুধু আমার সাথেই ঘটছে? আমি কেন বেঁচে থাকব?" হতাশ হবেন না! একটি অলৌকিক ঘটনা তোমার কাছে আসছে। তোমার তিক্ততা মিষ্টি হয়ে যাবে।

তোমার জীবনের তিক্ত অধ্যায়গুলি শীঘ্রই আনন্দ এবং মধুরতায় উপচে পড়বে। তুমি হয়তো ভাবছো, "এটা কিভাবে হতে পারে? আমি এতদিন ধরে অপেক্ষা করে আসছি এখন কী পরিবর্তন হবে?" ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি মনে রেখো: "আমি তোমাকে অসাধারণ জিনিস দেখাবো" (মীখা ৭:১৫) তোমার সমস্যা যাই হোক না কেন, তা ব্যথা, ভয়, বাধা, অথবা প্রয়োজন যাই হোক না কেন, তিনি তোমার গল্প পরিবর্তন করার জন্য অলৌকিক কাজ করতে পারেন।

যে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের জন্য আশ্চর্য কাজ করেছিলেন এবং তাদেরকে মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন, সেই একই ঈশ্বর তোমার জন্যও একই আশ্চর্য কাজ করবেন!

যখন তিক্ততা আঘাত করে

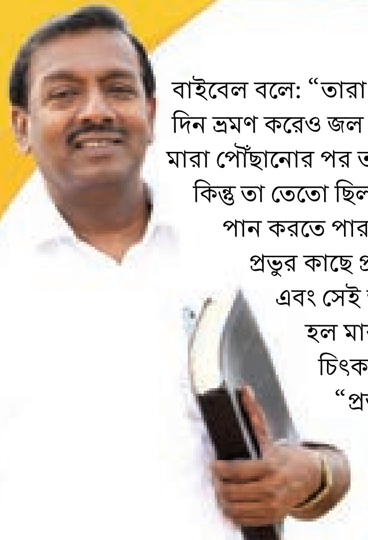

বাইবেল বলে: "তারা মরুভূমিতে তিন দিন ভ্রমণ করেও জল খুঁজে পেল না। মারা পৌঁছানোর পর তারা জল পেল, কিন্তু তা তেতো ছিল, তাই তারা তা পান করতে পারল না। অতএব, প্রভুর কাছে প্রার্থনা করা হল এবং সেই জায়গার নাম রাখা হল মারা। তখন মোশি চিৎকার করে বললেন "প্রভু তাকে একটি কাঠের টুকরো দেখালেন। মোশি তা জলে ছুঁড়ে মারলেন, আর জল মিষ্টি হয়ে উঠল" (যাত্রাপুস্তক ১৫:২২-২৫)

কল্পনা করুন যে ত্রিশ লক্ষেরও বেশি মানুষ তিন দিন ধরে জল ছাড়াই মরুভূমির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে! বাচ্চারা কাঁদছে, "মা, আমি তৃষ্ণার্ত!" বাবা-মা অসহায় এবং হৃদয় ভেঙে পড়েছে। তারপর হঠাৎ, তারা একটি ঝর্ণা খুঁজে পায়! আনন্দ তাদের হৃদয়ে ভরে ওঠে।অবশেষে জল! কিন্তু যখন তারা এটি পান করে, তখন এটি তিক্ত। পান করার অযোগ্য। হতাশা তাদের আশাকে চূর্ণ করে দেয়। তারা সতেজতা আশা করেছিল, কিন্তু পরিবর্তে তিক্ততা পেয়েছিল।

জীবন তো মাঝে মাঝে এমনই, তাই না? আমরা ভালো কিছু আশা করি এবং তার বদলে হতাশা পাই। আমরা পরিকল্পনা করি, আশা করি, স্বপ্ন দেখি... কিন্তু যখন সবকিছু আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী হয় না, তখন জীবন তিক্ত স্বাদ পেতে শুরু করে। হতাশা আমাদের আনন্দকে বিষাক্ত করে তুলতে পারে। কিছু মানুষ এমনকি মৃত্যুকে পালানোর পথ ভেবে সম্পূর্ণরূপে হাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু আত্মহত্যা কখনই সমাধান নয়। এটি কেবল চিরন্তন যন্ত্রণার দিকে পরিচালিত করে। এই কারণেই শত্রুরা মিথ্যা কথা বলে যা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু এই সত্যটি শুনুন: একজন ঈশ্বর আছেন যিনি আপনার তিক্ততাকে মিষ্টিতে পরিণত করতে পারেন! যেমন তিনি তিক্ত জলকে মিষ্টিতে পরিণত করেছেন, তিনি আজ আপনার বেদনাকে শান্তিতে পরিণত করতে পারেন।

একটি সত্য ঘটনা

এক তরুণ কলেজ ছাত্র একবার বাড়িতে এবং পড়াশোনায় অসহনীয় সংগ্রামের মুখোমুখি হয়েছিল। তার হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল, জীবনের অর্থ হারিয়ে গিয়েছিল। সে তার ঘরের প্রতিটি নোটবুক এবং দেয়ালে লিখেছিল: "বেঁচে থাকা অর্থহীন। বেঁচে থাকা বোকামি।"

এক সন্ধ্যায়, সে তার জীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু ঠিক তখনই, তার দুই সহপাঠী তার সাথে দেখা করতে এলো। তারা বলল, "আমরা প্রার্থনা করতে যাচ্ছি - তুমি কি আসতে চাও?" সে ভাবল, "আমি তো খ্রিস্টানও নই। আমি কেন যাব?" কিন্তু তারপর সে নিজেকে বলল, "ঠিক আছে। আমি শেষবারের মতো দেখব ওরা কী করে এবং তারপর আমি কাজ শেষ করব।" সে আশা করেছিল একটি গির্জার ভবনে যাবে, কিন্তু তারা তাকে কাছের একটি পাহাড়ে নিয়ে যায়। সেখানে কোনও ক্রুশ ছিল না, কোনও মূর্তি ছিল না -কেবল খোলা আকাশ এবং নীরবতা। সে দেখল তারা একটি পাথরের উপর হাঁটু গেড়ে ঈশ্বরকে "পিতা" বলে প্রার্থনা করতে শুরু করেছে। সে ভাবল, "আমরা কি সত্যিই ঈশ্বরকে 'পিতা' বলতে পারি? আমরা কি আসলেই তাঁর সাথে কথা বলতে পারি?" অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, যীশু খ্রিস্ট সেখানে তার সাথে দেখা করলেন। অজান্তেই, সেও হাঁটু গেড়ে কাঁদতে শুরু করল। তার সমস্ত কষ্ট ঢেলে দিল। তিক্ততা, সে যীশুকে সবকিছু বলল।

আর যীশু তাকে স্পর্শ করলেন। একসময় যন্ত্রণায় ভরা তার হৃদয় শান্তি, আনন্দ এবং নতুন আশায় ভরে উঠল। তার তিক্ততা মিষ্টি হয়ে উঠল! সেই যুবকটি পরে একজন পরিচারক হয়ে উঠল, হাজার হাজার মানুষের সাথে ঈশ্বরের ভালোবাসা ভাগ করে নিল। যীশু তোমার জন্যও একই কাজ করতে পারেন। তিনি তোমার তিক্ততাকে মিষ্টিতে পরিণত করতে পারেন এবং তিনি তাঁর অলৌকিক কাজের মাধ্যমে তা করবেন।

আপনি এই অলৌকিক ঘটনাটি কীভাবে গ্রহণ করবেন?

গাছটা দেখো! মারার জল যখন তেতো ছিল, তখন মোশি ঈশ্বরের কাছে কাঁদলেন। ঈশ্বর তাকে একটি গাছ দেখালেন। মোশি গাছটিকে জলে ফেলে দিলেন এবং জল মিষ্টি হয়ে গেল! সেই গাছটির তিক্ততাকে মিষ্টতায় রূপান্তরিত করার ক্ষমতা ছিল। সেই একই "গাছ" আজ তোমার জীবনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দেখো, তোমার তিক্ততা বদলে যাবে! সেই গাছটি যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশকে প্রতিনিধিত্ব করে, সেই ক্রুশ যার উপরে তিনি তোমার জন্য রক্ত ঝরিয়েছিলেন। ক্রুশের দিকে তাকাও, আর তোমার তিক্ততা মিষ্টতায় পরিণত হবে!

প্রিয় তরুণ বন্ধু,

যখন জীবন তিক্ত এবং বেদনাদায়ক মনে হয়, যখন হতাশা তোমার হৃদয়কে মেঘে ঢাকা দেয় - তখন ক্রুশের দিকে তাকাও। যীশু সেই ক্রুশে তিক্ততার স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন যাতে তোমার জীবন মিষ্টিতে ভরে ওঠে। তুমি কি ভাবছো, "আমি কেন বেঁচে থাকব? আমি মরে গেলে ভালো হত?" তাহলে ক্রুশের দিকে তাকাও! সেখানে তুমি তোমার উত্তর খুঁজে পাবে।

যীশুকে দেখো - তোমার জন্য সেই গাছে ঝুলন্ত। তার সাথে কথা বলো। তোমার হৃদয় খুলে দাও। একমাত্র তিনিই তোমার কষ্ট বোঝেন - এবং একমাত্র তিনিই তোমার দুঃখকে আনন্দে পরিণত করতে পারেন।

তোমার তিক্ততা মিষ্টি হয়ে উঠবে - কারণ যীশু তাই করেছেন!

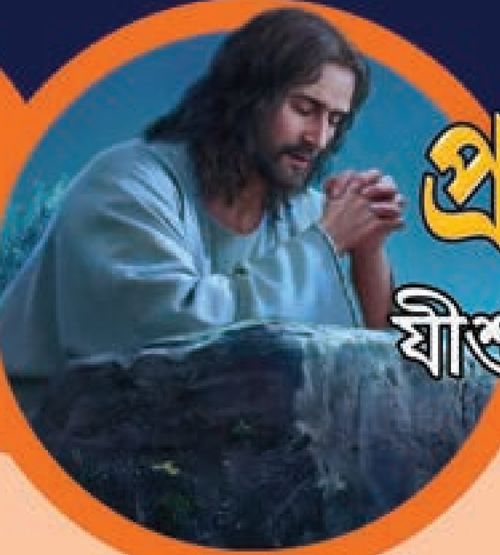

আমি প্রার্থনা যোদ্ধা!

যীশুর প্রার্থনা জীবন

যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গীয় পিতার সমান হলেও - যখন তিনি মানব রূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন, তখন তাঁকে সর্বদা প্রার্থনার মধ্যে পাওয়া যেত। তিনি যেমন সবকিছুতে উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন, তেমনি তিনি আমাদের জন্য প্রার্থনার জীবনের জন্য একটি শক্তিশালী আদর্শও রেখে গেছেন। আসুন আমরা অনুসন্ধান করি যে যীশু কীভাবে প্রার্থনা করেছিলেন এবং কীভাবে তাঁর প্রার্থনা জীবন আমাদের জন্য চূড়ান্ত উদাহরণ হয়ে ওঠে।

1. সন্ধ্যার প্রার্থনা

"লোকদের বিদায় দেওয়ার পর, তিনি প্রার্থনা করার জন্য একা পাহাড়ের ধারে উঠে গেলেন। সন্ধ্যা হলে, তিনি "সেখানে একা।" (মথি ১৪:২৩)

সারাদিন লোকেদের সেবা করার পরও, যীশু ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর পিতার সাথে গভীরভাবে যোগাযোগ করার জন্য নির্জনতার মুহূর্তগুলি বেছে নিয়েছিলেন। কী এক আদর্শ আমাদের অনুসরণ করতে!

2. ভোরের প্রার্থনা

"পরদিন ভোর হওয়ার আগে, যীশু উঠে একটি নির্জন স্থানে গেলেন-প্রার্থনার স্থান।" (মার্ক ১:৩৫)

তিনি সেই বাক্য মেনে চলেন যেখানে বলা হয়েছে, "যারা আমাকে তাড়াতাড়ি খুঁজবে তারা আমাকে পাবে" (হিতোপদেশ -পিতার সাথে তার দিনটি ছিল তার প্রতিদিনের অভ্যাস)। (ইব্রীয় ৮:১৭)। প্রথম মুহূর্তগুলো কাটানো

৩. সারা রাতের প্রার্থনা

"একদিন, যীশু প্রার্থনা করার জন্য একটি পাহাড়ে উঠেছিলেন, এবং তিনি সারা রাত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।" (লূক ৬:১২)

তাঁর বারোজন শিষ্যকে বেছে নেওয়ার আগে, যীশু সারা রাত প্রার্থনায় কাটিয়েছিলেন এবং আমাদের দেখিয়েছিলেন যে প্রধান সিদ্ধান্তগুলি সর্বদা প্রার্থনায় ডুবে থাকা উচিত।

৪. পাহাড়ে প্রার্থনা

"লোকদের বিদায় দিয়ে তিনি প্রার্থনা করার জন্য পাহাড়ে উঠলেন।" (মার্ক ৬:৪৬)

পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানোর মতো মহান অলৌকিক কাজ করার পরেও, যীশু সাফল্যে সন্তুষ্ট থাকেননি। তিনি প্রার্থনা করার জন্য ফিরে আসেন। নির্জনতা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সংযোগকে শক্তিশালী করে।

৫. মরুভূমিতে প্রার্থনা

“কিন্তু যীশু প্রায়শই নির্জন স্থানে চলে যেতেন এবং প্রার্থনা করতেন।” (লূক ৫:১৬)

শয়তানের প্রলোভনের মুখোমুখি হওয়ার আগে, তিনি চল্লিশ দিন ধরে উপবাস এবং প্রার্থনা করেছিলেন। নির্জনে প্রার্থনা আধ্যাত্মিক শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে।

৬. তাঁর শিষ্যদের সাথে প্রার্থনা

“একবার, যখন যীশু একান্তে প্রার্থনা করছিলেন এবং তাঁর শিষ্যরা তাঁর সাথে ছিলেন...” (লূক ৯:১৮)

ক্রুশে যাওয়ার আগে, তিনি তাঁর শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যাতে তাদের বিশ্বাস আবারও দৃঢ় থাকে। তিনি তাদের জন্য যতটা মূল্যবান ছিল, তাদের সাথে প্রার্থনা করাকেও ততটাই মূল্যবান বলে মনে করতেন।

7. আন্তরিক প্রার্থনা

“যন্ত্রণার মধ্যে তিনি আরও কান পেতে প্রার্থনা করলেন, এবং তাঁর ঘাম রক্তের ফোঁটার মতো মাটিতে পড়ছিল” (লূক ২২:৪৪)। গেৎশিমানীতে, ক্রুশের যন্ত্রণার মুখোমুখি হওয়ার সময়ও, যীশু আবেগপূর্ণ, আন্তরিক প্রার্থনার মাধ্যমে পিতার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

৮. অবিরাম প্রার্থনা

“হে আমার পিতা, যদি আমি পান না করিয়া এই পানপাত্রটি সরানো সম্ভব না হয়, তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।” তিনি তিনবার একই প্রার্থনা করলেন” (মথি ২৬:৪২,৪৪)। যীশু একই বিষয়ের জন্য বারবার প্রার্থনা করেছিলেন, আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যে প্রার্থনায় অধ্যবসায় ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আমাদের আত্মসমর্পণকে প্রতিফলিত করে।

৯. সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের সময় প্রার্থনা

“তিনি মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে প্রার্থনা করলেন, ‘আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক” (মথি ২৬:৩৯)।

উপুড় হয়ে পড়ে যীশু পিতার সামনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের পরিচয় দিয়েছিলেন।

১০. চোখের জল ও কান্নার সাথে প্রার্থনা

“পৃথিবীতে জীবিত থাকাকালীন, যীশু জোরে চিৎকার করে ও চোখের জলে প্রার্থনা ও বিনতি করেছিলেন।” (ইব্রীয় ৫:৭)

জেরুজালেমের আসন্ন ধ্বংস তিনি লাসারের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করার সময় কাঁদতেন এবং দেখিয়েছিলেন যে তিনি অন্যদের প্রার্থনায় কতটা গভীরভাবে বহন করেছিলেন।

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা,

যখন আমরা যীশুর জীবনের দিকে ঘনিষ্ঠভাবে তাকাই, তখন আমরা বুঝতে পারি যে তাঁর শক্তির পিছনে রহস্য ছিল তাঁর প্রার্থনা জীবন!

তিনি জনতার কাছে প্রচার করেছিলেন, অলৌকিক কাজ করেছিলেন এবং হাজার হাজার মানুষকে খাওয়াতেন - তবুও, এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে, তিনি তাঁর সেরা মুহূর্তগুলি প্রার্থনায় কাটিয়েছিলেন, প্রতিটি পদক্ষেপ পিতার ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্য রেখেছিলেন।

☞ আজকের প্রজন্মের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ!

☞ সকালে ফোন ধরার আগে কি তুমি প্রথমে ঈশ্বরের কাছে যাবে?

☞ বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সারা রাত প্রার্থনা করার জন্য প্রস্তুত?

☞ তুমি কি তোমার উদ্বেগ এবং অশ্রুকে শক্তিশালী প্রার্থনায় পরিণত করবে?

☞ তুমি কি নির্জনে ঈশ্বরের সাথে কথা বলার অভ্যাস গড়ে তুলবে?

যীশু একবার তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “তোমরা কি আমার সাথে এক ঘন্টাও জেগে থাকতে পারো?” (মথি ২৬:৪০)। আজ, একই প্রশ্ন তোমাদের এবং আমার দিকেও। আজ থেকে, তোমাদের প্রার্থনা জীবনকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করো।

☞ তোমার ঘরটিকে প্রার্থনা কক্ষে পরিণত করো।

☞ তোমার একাকী মুহূর্তগুলোকে ঈশ্বরীয় মুহূর্তগুলিতে পরিণত করো।

☞ তোমার চোখের জলকে শক্তিশালী প্রার্থনায় পরিণত করো।

তাহলে, যীশুর মতো, তুমিও ঈশ্বরের ইচ্ছায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে, প্রতিদিন ঐশ্বরিক শক্তি এবং বিজয়ের সাথে জীবনযাপন করবে!

আবাস তাম্বু

এই তাঁবুটি প্রভুর লোকদের মধ্যে বাস করার জন্য এবং যাজকদের তাঁর সেবা করার জন্য নির্মিত হয়েছিল। তাঁবু এবং যাজক উভয়ই সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের। প্রভু নিজেই মোশিকে তাঁবুটি কীভাবে তৈরি করতে হবে এবং কী কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এই মাসে, আসুন আমরা সেই উপকরণগুলির কিছু এবং তাদের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য দেখি।

বাবলা কাঠ (শিটিম কাঠ)

প্রভু বিশেষভাবে আদেশ দিয়েছিলেন যে তাঁবু নির্মাণে শিটিম (বাবলা) কাঠ ব্যবহার করা হবে। যাত্রাপুস্তক ৩৭ এবং ৩৮ অধ্যায়ে আমরা পড়ি যে চুক্তির সিন্দুক, টেবিল, খুঁটি, বাসস্থানের খাড়া তক্তা, স্তম্ভ, বেদী এবং ধূপ বেদী সবই এই কাঠ দিয়ে তৈরি। বাবলা কাঠ অবিশ্বাস্যভাবে টেকসই, এটি পচে না গিয়ে বা পোকামাকড় বা মরিচা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ৪,০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে টিকে থাকতে পারে।

বাবলা গাছ ১২ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং প্রতিটি অংশে কাঁটা থাকে -এর পাতা, ডাল এবং কাণ্ড। এগুলি ছোট কাঁটা নয়; প্রতিটি ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। বাতাস বইলে গাছের নিজস্ব কাঁটাগুলি তার বাকল আঁচড়ে ফেলে এবং ছিঁড়ে ফেলে। মরুভূমিতে, যেখানে জলের অভাব থাকে, এই ক্ষত অল্প পরিমাণে তরল রস নির্গত করে, যা গাছকে বাঁচতে সাহায্য করে। সময়ের সাথে সাথে, এই প্রক্রিয়াটি গাছের কাঠকে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং শক্ত করে তোলে - কাঁটা যত ভাঙবে, ততই এটি শক্তিশালী হবে।

যদি তোমার জীবন এখন সেই বৃক্ষের মতো মনে হয় - যন্ত্রণা, কাঁটা, সংগ্রাম এবং অভিশাপে ঘেরা - তাহলে হতাশ হও না। প্রভু তোমাকে বিশেষ এবং পবিত্র কিছুর জন্য ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত করছেন।

পবিত্র স্থানের অভ্যন্তরে আসবাবপত্র তৈরিতে মূলত সোনা ব্যবহার করা হত। এক টনেরও বেশি সোনা মানুষ বিনামূল্যে দান করেছিল। সোনা তৈরি হয় সাধারণ মাটি দিয়ে শুদ্ধ এবং

তীব্র তাপে পরিশোধিত। শাস্ত্রে, সোনা বিশুদ্ধতা এবং পবিত্রতার প্রতিনিধিত্ব করে। কেবলমাত্র যা পরিষ্কার এবং বিশুদ্ধ করা হয়েছে তা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।

স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ

তাঁবুর আসবাবপত্র সোনা, রূপা এবং ব্রোঞ্জ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছিল।

খাঁটি সোনা

খাঁটি সোনা (অথবা পরিশোধিত সোনা) সাধারণ সোনার চেয়েও বেশি মূল্যবান।

তাই চিন্তা করো না। ঈশ্বর কখনোই তোমাকে তোমার শক্তির বাইরে পরীক্ষা করতে দেবেন না। তোমার প্রতিটি আগুনের মধ্য দিয়ে যাওয়া তোমাকে তাঁর দৃষ্টিতে মূল্যবান কিছুতে পরিণত করছে।

ব্যাজার স্কিন (প্রতিরক্ষামূলক আবরণ)

যাত্রাপুস্তক ২৬:১৪ পদে, ঈশ্বর নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ব্যাজার চামড়াকে আবাসস্থলের বাইরের আবরণ হিসেবে ব্যবহার করা উচিত যাতে এটি সুরক্ষিত থাকে। এর মধ্য দিয়ে এক ফোঁটাও জল যেতে পারে না। পণ্ডিতরা বলেন যে এই উপাদানটি ডলফিনের চামড়ার ভেতরের স্তর দিয়ে তৈরি - পুরু, রুক্ষ এবং দেখতে অপ্রীতিকর।

একইভাবে, যীশু আমাদের রক্ষা করার জন্য ক্রুশে সমস্ত লজ্জা এবং কষ্ট সহ্য করেছিলেন। যেমন যিশাইয় ৫২:১৪ পদে বলা হয়েছে, "তাঁর চেহারা এতটাই বিকৃত ছিল যে, "যে কোনও মানুষের চেয়েও বেশি।" তিনি অপমান সহ্য করেছিলেন যাতে আমরা ঐশ্বরিক সুরক্ষায় বাস করতে পারি এবং ক্ষতিগ্রস্থ না হই।

নীল এবং স্কারলেট সুতা

আবাসস্থলে ব্যবহৃত নীল এবং লাল রঙের সুতাগুলি একটি ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণী থেকে এসেছে - লোহিত সাগরে পাওয়া এক ধরণের শামুক বা শেলফিশ। যখন ছোট এবং পরিণত উভয় শামুককেই জলে সিদ্ধ করা হত, তখন তারা একটি প্রাকৃতিক রঞ্জক নির্গত করত। ছোট শামুকটি হালকা নীল রঙ তৈরি করত, যখন পরিণত শামুকটি গাঢ় লাল রঙের আভা দিত। এই ছোট প্রাণীটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, এটি পানির লবণাক্ততা সামান্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলেও মারা যায়। মানুষের চোখে তুচ্ছ মনে হলেও, এটি মূল্যবান কিছু তৈরি করেছিল। একইভাবে, যারা পৃথিবীর চোখে ছোট বা তুচ্ছ বলে মনে হয় তারা ঈশ্বরের চোখে মূল্যবান এবং নির্বাচিত।

১ করিন্থীয় ১:২৭-২৮ পদে বাইবেল বলে: "ঈশ্বর জগতের মূর্খ বিষয় সকল মনোনীত করেছেন জ্ঞানীদের লজ্জা দেওয়ার জন্য; ঈশ্বর জগতের দুর্বল বিষয় সকল মনোনীত করেছেন বলবানদের লজ্জা দেওয়ার জন্য। ঈশ্বর জগতের নীচ বিষয় সকল মনোনীত করেছেন এবং যা অবজ্ঞা করা হয় - যা আছে তা বাতিল করার জন্য।"

আবাস কেবল একটি কাঠামো ছিল না - এটি ছিল একটি বার্তা। প্রতিটি টুকরো, প্রতিটি রঙ, প্রতিটি উপাদান ঈশ্বরের পবিত্রতা, তাঁর সুরক্ষা, তাঁর পরিমার্জন ক্ষমতা এবং তাঁর প্রেম সম্পর্কে একটি গল্প বলেছিল। একই ঈশ্বর যিনি আবাসটি তৈরি করেছিলেন তিনিই তোমাদের এবং আমাকে জীবন্ত মন্দিরে রূপ দিচ্ছেন যেখানে তাঁর উপস্থিতি বাস করতে পারে।

আসুন আমরা তাঁকে আমাদের পরিমার্জিত, আচ্ছাদিত এবং শক্তিশালী করার সুযোগ দিই - যতক্ষণ না আমরা, তাঁবুর খাঁটি সোনার মতো, তাঁর মহিমা প্রতিফলিত করি।

যৌতুকের দ্বিধা!!

Heart Beat

খ্রিস্টান পরিবারে জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। আমার বাবা-মা আমার বয়স যখন ২৬ বছর, তখন থেকেই আমার জন্য পাত্রী খুঁজছিলেন। তারা ব্যবসা পরিচালনা করেন এবং আমরা মোটামুটি স্বচ্ছল, তাই তারা আমাদের মর্যাদার সাথে মানানসই কাউকে খুঁজছিলেন। কিন্তু একদিন, এক যুব সভায়। আমি এমন কিছু শুনলাম যা আমার হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিল। ধর্মপ্রচারক বললেন, “একজন সত্যিকারের খ্রিস্টানের কখনও যৌতুক নেওয়া উচিত নয়। সম্পদ, সৌন্দর্য বা বিলাসিতা কামনা করবেন না, এমন একজন মহিলার জন্য প্রার্থনা করুন যিনি যীশুকে ভালোবাসেন, যিনি প্রার্থনা করেন এবং যিনি পরিত্রাণের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।” এই কথাগুলি আমার মনে গভীরভাবে বিদ্ধ হয়েছিল। ঠিক তখনই, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি আমার বাবা-মাকে বললাম, “আমি যৌতুকের জন্য বিয়ে করতে চাই না। একজন ধার্মিক, প্রার্থনাশীল মহিলা যার মুক্ত হৃদয় ধন বা সৌন্দর্যের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। কেবলমাত্র এমন একজন মহিলাই ঐশ্বরিক জ্ঞানের সাথে পরিবার পরিচালনা করতে পারেন এবং ঈশ্বরকে খুশি করে এমনভাবে জীবনযাপন করতে পারেন।” কিন্তু আমার বাবা-মা তাতে দ্বিমত পোষণ করেন। তারা বলেন, “যদি আমরা যৌতুক গ্রহণ না করি, তাহলে মানুষ ভাববে আমাদের ছেলের সাথে কিছু ভুল আছে। আমাদের মর্যাদার জন্য, এটি নেওয়া পাপ নয়।” তাদের কথা আমাকে গভীরভাবে আঘাত করেছে। আমার কষ্ট হয় যখন আমি আরও পবিত্র কিছুর জন্য আকুল থাকি, তখন তারা প্রতিদিন টাকা, মর্যাদা এবং আরামের কথা ভাবে। আমার বিয়ের পরিকল্পনা ক্রমশ বিলম্বিত হচ্ছে, এবং আমি সত্যিই জানি না কী করব।

- রিচার্ড, হোসুর।

প্রিয় ভাই রিচার্ড, আমি সত্যিই তোমার কষ্ট এবং তোমার সিদ্ধান্তে অটল থাকার বোঝা বুঝতে পারছি। তোমার সুন্দর দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য আমি ঈশ্বরের প্রশংসা করি।

বিয়ের ক্ষেত্রে, ঈশ্বর যা আশা করেন তা মানুষের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক আলাদা। ঈশ্বরের পরিকল্পনা হল একজন স্বামী এবং স্ত্রী একসাথে তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করবেন এবং একটি খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক পরিবার হবেন যা আরও অনেককে আশীর্বাদ করবে।

তিনি চান যেন ঈশ্বরভক্ত সন্তানরা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপন করে। এর জন্য, বর ও কনে উভয়কেই উদ্ধার পেতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে এবং যীশুতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, তাঁকে কেন্দ্র করে একটি আনন্দময় ঘর তৈরি করতে হবে।

দুঃখের বিষয় হল, আমাদের সমাজে, মনোযোগ অন্যত্র সরে গেছে। মানুষ ভালো চাকরি, উচ্চ বেতন, ধনী পারিবারিক পটভূমি, শারীরিক সৌন্দর্য এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে সোনার গয়নার পিছনে ছুটতে থাকে।

এই জিনিসগুলির নিজস্ব স্থান থাকতে পারে, কিন্তু যখন এগুলি ঈশ্বরীয় চরিত্রের পরিবর্তে প্রধান অগ্রাধিকার হয়ে ওঠে, তখন বিবাহ ভেঙে যায় আদালত, থানা, অথবা যৌতুকের নির্যাতন এবং অহংকারের কারণে মর্মান্তিক মৃত্যু।

প্রতিদিন, সংবাদ এবং টিভি চ্যানেলগুলি কেবল দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যেই নয়, এমনকি ধনী ব্যক্তিদের মধ্যেও মর্মান্তিক গল্প প্রকাশ করে।

যৌতুক প্রথা এখনও অনেক তরুণীর জীবন কেড়ে নিচ্ছে। সমাজ এটাকে ন্যায্যতা দেয়, এই বলে যে, "আমরা যৌতুক চাইনি; তার বাবা-মা সম্মানের জন্যই তা দিয়েছিলেন।"

"আমরা যদি প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে এটা অপমানজনক দেখাবে।" কিন্তু এটা একটা বিপজ্জনক মিথ্যা। অস্পৃশ্যতা এবং বর্ণ বৈষম্যের মতোই, যৌতুক হল আরেকটি সামাজিক ব্যাধি যার অবসান হওয়া দরকার এবং কেবল তোমাদের মতো সাহসী সিদ্ধান্তই পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে।

আপনি যদি আপনার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, তাহলে যা ঘটতে পারে তা এখানে:

- তোমার পরিবার বা আত্মীয়স্বজন হয়তো তোমাকে উপহাস করতে পারে বা বিরোধিতা করতে পারে, কিন্তু তোমার সততা দেখে তারা অবশেষে বুঝতে পারবে এবং তাদের হৃদয় পরিবর্তন করবে।
- অনেক যুবক আপনার অবস্থান থেকে অনুপ্রাণিত হবে এবং একই প্রতিশ্রুতি দেবে, যার ফলে এই যৌতুকের মহামারীর প্রকৃত অবসান ঘটবে।
- খ্রিস্টান সম্প্রদায় জেগে উঠবে এবং এই পাপপূর্ণ অভ্যাস থেকে নিজেকে মুক্ত করবে।
- এই ব্যবস্থার অধীনে এখন দুর্ভোগ পোহাতে থাকা ধনী-গরিব নির্বিশেষে অসংখ্য তরুণী অবশেষে মর্যাদা ও আনন্দের সাথে বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে।
- তোমাদের মতো যুবকদের মাধ্যমে, ঈশ্বর এমন বিবাহ স্থাপন করবেন যা তাঁর ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে – এবং কেবল পৃথিবীর মানুষই আনন্দিত হবে না, স্বর্গও উদযাপন করবে!

হয়তো তুমি আপোষ করে যৌতুক নিতে রাজি হবে...

- তুমি অপরাধবোধ বহন করবে, কারণ তুমি জেনে রাখবে যে তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং তোমার নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ করেছ।
- একজন ধার্মিক জীবনসঙ্গীর পরিবর্তে, আপনি এমন একজনের সাথে শেষ হতে পারেন যিনি পৃথিবী, অর্থ এবং ক্ষণস্থায়ী আনন্দকে ভালোবাসেন – যার ফলে দ্বন্দ্ব এবং বিভ্রান্তি দেখা দেয়।
- ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যের চেয়ে পার্থিব লাভকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে আপনার পরিবার ঈশ্বরের পরিকল্পনা থেকে দূরে সরে যেতে পারে, অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রণা এবং কষ্টের সম্মুখীন হতে পারে।

যেমন বাইবেল বলে, "এই জগতের আদর্শের অনুসারী হইও না, বরং তোমাদের মনের পুনর্নবীকরণ দ্বারা রূপান্তরিত হও, যেন তোমরা বুঝতে পার যে ঈশ্বরের মঙ্গল, প্রীতিজনক এবং সিদ্ধ ইচ্ছা কী" (রোমীয় ১২:২)। তাই ভাবুন এবং বিচক্ষণতার সাথে কাজ করুন, আপনি কি পৃথিবীর স্রোতের সাথে যাবেন, নাকি ঈশ্বরের সত্যের জন্য এর বিরুদ্ধে সাঁতার কাটবেন? সিদ্ধান্ত আপনার! ঈশ্বর আপনার সাথে থাকুন এবং আপনার জীবনে মহান কাজ করুন!

চাঞ্চল্যকর খবর

হ্যালো বন্ধুরা! কেমন আছো সবাই? আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা, যীশু খ্রীষ্টের পরাক্রমশালী নামে তোমাদের উষ্ণ শুভেচ্ছা! "চাঞ্চল্যকর সংবাদ" এই সিরিজের মাধ্যমে তোমাদের আবার দেখা করতে পেরে আমি খুব খুশি।

বাইবেলে আমরা পড়ি যে ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন, "ওঠো, দেশের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাও, কারণ আমি তা তোমাকে দেব।" (আদিপুস্তক ১৩:১৭)। যিহোশূয়কে তিনি বলেছিলেন, "যেখানে তোমার পায়ের তলা পায়, সেই সব স্থান আমি তোমাকে দিয়েছি।" (যিহোশূয় ১:৩)। আর আমরা দেখতে পাই যে যীশু নিজে যেখানেই গেছেন, সেখানেই ভালো কাজ করেছেন, অলৌকিক কাজ ও আশ্চর্য কাজ করেছেন। ঈশ্বর এই লোকেদেরকে দেশের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে বলেছিলেন এবং ফলস্বরূপ, জাতি, শহর এবং মানুষ তাদের হাতে সমর্পণ করা হয়েছিল। এই ঘটনাগুলি এখন আমরা যাকে প্রার্থনা পদযাত্রা বলি তার ভিত্তি হয়ে ওঠে।

এটা আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছিল: আজও কি প্রার্থনা পদযাত্রার মাধ্যমে অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে ?শহর এবং মানুষ কি এখনও মুক্ত হতে পারে? এই কথা ভাবার সময়, তামিলনাড়ুর কয়েকটি অঞ্চল থেকে কিছু সত্যিকারের চাঞ্চল্যকর খবর আমাদের কাছে পৌঁছেছিল - ঈশ্বর এখনও কী করছেন তার শক্তিশালী সাক্ষ্য!

একটি বোঝা যা সাফল্য এনে দিয়েছে!

একজন বোন ছিলেন যিনি প্রতি রবিবার গির্জায় যাওয়ার পথে একটি ভবিষ্যদ্বাণী মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতেন। প্রতিবারই তিনি এটি দেখতে পেতেন, তার হৃদয় আধ্যাত্মিক বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। তিনি প্রতিবারই সেই স্থানের জন্য আবেগের সাথে প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন। তিনি প্রার্থনা করতে থাকলেন, তিনি কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন - মন্দিরে নয়, বরং তার নিজের হৃদয়ে। অদ্ভুতভাবে, মন্দিরটি আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠল, বিশাল জনতাকে আকর্ষণ করছিল। বোন উদ্বিগ্ন হয়ে প্রার্থনা করলেন, “প্রভু, আমি প্রতি সপ্তাহে এই স্থানের জন্য প্রার্থনা করে আসছি, তবুও এটি কেবল আরও শক্তিশালী হচ্ছে!” কিন্তু তিনি কখনও হাল ছাড়েননি। তিনি আরও তীব্রতার সাথে প্রার্থনা চালিয়ে যান, যীশুর মাধ্যমে সেই স্থানের উপর বিজয় ঘোষণা করেন।

নামে। আর তারপর একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটল! কয়েকদিনের মধ্যেই মন্দিরটি উধাও হয়ে গেল। ভবনটি ভেঙে ফেলা হল, এবং এলাকাটি দোকানে পরিণত হল। এর কিছুদিন পরেই, অনেক নতুন আত্মা তার গির্জায় যোগ দিতে শুরু করল! প্রার্থনায় অধ্যবসায়ের কী শক্তিশালী প্রমাণ!

যখন প্রার্থনা পদযাত্রা নিরাময় যাত্রায় পরিণত হয়!

অন্য একটি গ্রামে, বিশ্বাসীদের একটি দল প্রার্থনা পদযাত্রা এবং সুসমাচার প্রচারে বেরিয়েছিল। তারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখতে পেল যে একজন বয়স্ক ব্যক্তি ধীরে ধীরে লাঠির সাহায্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। দলের দুই ভাই তার সাথে কথা বলার জন্য থামলেন। তারা যীশু এবং তাঁর আরোগ্যের শক্তি সম্পর্কে ভাগ করে নিলেন, এবং ঠিক সেই রাস্তার ধারে, তারা তার জন্য প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা শেষ হওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধ লোকটি লাঠি ছাড়াই হাঁটতে শুরু করলেন! বিস্মিত এবং অভিভূত হয়ে, দলটি আনন্দের সাথে ঈশ্বরের প্রশংসা করল। বৃদ্ধ লোকটি হাঁটতে থাকলে, তিনি সবাইকে বলতে থাকলেন। "যীশু আমাকে সুস্থ করলেন! যীশুই আমাকে শক্তি দিয়েছিলেন!" সেই সাক্ষাতের কারণে, সেই গ্রামের অনেক মানুষ সুসমাচার শুনেছিল এবং তাদের নিজের জীবনে আশীর্বাদ অনুভব করেছিল। একটি সাধারণ প্রার্থনা পদযাত্রা রূপান্তরের আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল!

একটি পারিবারিক বাড়িতে এক অলৌকিক ঘটনা!

আরেকটি গ্রামে, কয়েকজন বোন বিশেষভাবে প্রার্থনা পদযাত্রার জন্য বেরিয়েছিলেন। হাঁটার সময়, তাদের সাথে ঘটনাক্রমে একটি পরিবারের দেখা হয়। পরিবার তাদের জানায় যে তাদের ছোট্ট শিশুটি টনসিলের প্রদাহে ভুগছে এবং ডাক্তাররা বলেছেন যে শিশুটির টনসিলের বৃদ্ধি অপসারণের জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে। বোনেরা বাবা-মাকে সান্ত্বনা দেয়, যীশুর কথা জানায় এবং বাড়ি ফিরে আসার আগে শিশুটির জন্য প্রার্থনা করে।

পরের দিনই, শিশুটির মা বোনদের ফোন করলেন, তার কণ্ঠস্বর আনন্দে ভরে উঠল। তিনি বললেন, "আমরা আজ ডাক্তারের সাথে দেখা করেছি এবং তিনি বলেছেন যে অস্ত্রোপচারের আর প্রয়োজন নেই! ফোলাভাব সম্পূর্ণরূপে চলে গেছে!" পরিবারটি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল, এবং তারা অলৌকিক কাজের জন্য যীশুর প্রশংসা করেছিল।

প্রতিটি পদক্ষেপে এবং প্রতিটি কথায় শক্তি!

বন্ধুরা, এই গল্পগুলো শুনতে কি অসাধারণ লাগছে না?

প্রার্থনা পদযাত্রা এবং ধর্মপ্রচার কতটা শক্তিশালী হতে পারে তা কি তুমি বুঝতে পারছো? যখন আমরা হাঁটি এবং প্রার্থনা করি, তখন আমাদের পদচিহ্নও শত্রুর দুর্গ ভেঙে ফেলতে পারে। বিশ্বাসে আমরা যে কথা বলি তা অলৌকিক কাজ করতে পারে। অন্ধকারের রাজ্য কাঁপে - এবং খ্রীষ্টের জন্য আত্মা জয় করা হয়!

প্রতিদিন, আমরা বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করি। কিন্তু যদি আমরা প্রতিটি যাত্রাকে প্রার্থনা পদযাত্রায় রূপান্তরিত করি, তাহলে আমরা আমাদের চারপাশে রূপান্তর দেখতে শুরু করব। তাই আসুন আমরা হাঁটি এবং প্রার্থনা করি, সুসমাচার প্রচার করি এবং যীশুর নামে আমাদের জাতিকে মুক্ত করি!

(আরও চাঞ্চল্যকর খবর আসছে...)

প্রার্থনা নির্দেশিকা

নভেম্বর । ২০২৫

1 আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে অপহৃত, নির্যাতিত বা নিহত প্রতিটি শিশু সুরক্ষিত থাকে এবং এই ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়।

2 প্রার্থনা করুন যে ঈশ্বরের শক্তিশালী সুরক্ষার হাত আমাদের জাতির প্রতিটি শিশুর উপর প্রসারিত হোক, তাদেরকে দুষ্ট লোকদের হাত থেকে রক্ষা করুক।

3 প্রার্থনা করুন যে যারা নিষ্পাপ শিশুদের অপহরণ এবং শোষণ করে তারা অনুতপ্ত হোক এবং বন্দী প্রতিটি শিশু মুক্তি পাক।

4 আসুন আমরা ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে দরিদ্র এবং রাস্তার পাশে বসবাসকারী শিশুদের জন্য প্রার্থনা করি; প্রভু যেন এই ধরনের মন্দ কাজের পিছনে থাকা ব্যক্তিদের ব্যক্তিগতভাবে মোকাবেলা করেন।

5 প্রার্থনা করো যে ছোটদের রক্ত দাবিকারী প্রতিটি দানবীয় শক্তিকে ধ্বংস করা হোক।

6 আসুন আমরা প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন তাদের প্রকাশ করে দেন এবং অপমান করেন যারা শিশু পাচার করে এবং তাদের সাথে এমন আচরণ করে

7 আসুন আমরা কিশোর কেন্দ্রগুলিতে বন্দী শিশুদের জন্য প্রার্থনা করি যাতে তারা সত্যিকার অর্থে অনুতপ্ত হয়, রূপান্তর খুঁজে পায় এবং একটি সুখী ভবিষ্যতে পা রাখে।

8 আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে ঈশ্বর যেন যারা বাবা-মাকে হারিয়েছে এমন শিশুদের ভবিষ্যতের দায়িত্ব নেন।

9 প্রতি বছর, ভারতে প্রায় ৪,৫০,০০০-৫,০০,০০০ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে, যার ফলে প্রায় ১,৫০,০০০ জন প্রাণ হারায়। প্রার্থনা করুন যে এই সংখ্যাটি নাটকীয়ভাবে হ্রাস পায় এবং আমাদের দেশ দুর্ঘটনামুক্ত হয়।

10 আসুন প্রার্থনা করি যে ভারত, সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর দিক থেকে বিশ্বে শীর্ষে, তামিলনাড়ু দেশের মধ্যে তালিকার শীর্ষে, এই ট্র্যাজেডিগুলি সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলুক এবং আমাদের রাস্তাগুলি নিরাপদ পথে রূপান্তরিত হোক।

11 আসুন পরিবহন ও মহাসড়ক খাতের দুর্নীতি নির্মূলের জন্য মধ্যস্থতা করি, এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়কেই আমাদের রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জোরালো পদক্ষেপ নিতে বলি।

12 যারা মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালায়। সরকার যেন কঠোরভাবে জরিমানা এবং উপযুক্ত শাস্তি প্রয়োগ করে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।

13 অতিরিক্ত গতি এবং ট্র্যাফিক সীমা লঙ্ঘনের কারণে সৃষ্ট দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করুন; প্রতিটি রাস্তায় নিরাপত্তা এবং জ্ঞান বিরাজ করুক।

14 আসুন আমরা দূরপাল্লার চালকদের সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করি যারা পর্যাপ্ত বিশ্রাম বা ঘুম ছাড়াই যানবাহন চালান; ক্লান্তিজনিত দুর্ঘটনা বন্ধ হোক।

15 প্রতি বছর, ভারতে ১.৩৫ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ ১৫% তামাক ব্যবহারের কারণে মারা যায়। এই দুঃখজনক পরিস্থিতির অবসানের জন্য প্রার্থনা করুন।

16 তামাকজনিত রোগের কারণে প্রতি দশজন ভারতীয়ের মধ্যে একজন অকাল মৃত্যুবরণ করেন; আসুন তাদের পরিবর্তন এবং আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করি।

17 ভারত বছরে ১.৭৭ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি তামাকজনিত রোগের চিকিৎসায় ব্যয় করে। আসুন এই আসক্তির দাসত্বে জর্জরিত মানুষদের সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করার জন্য প্রার্থনা করি।

18 প্রার্থনা করুন যে সুপ্রিম কোর্ট ভারত জুড়ে সিগারেট এবং বিড়ি বিক্রির উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করুক এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়ই তা কার্যকর করুক।

19 গত দশকে, ভারতে ১.৭ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়েছেন। আসুন আমরা সম্পূর্ণ আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করি এবং যারা আক্রান্ত তাদের সকলের জন্য সুস্থতা আশা করি।

20 যারা মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকা সত্ত্বেও জেনেশুনে পাপে লিপ্ত হচ্ছেন, তাদের জন্য প্রার্থনা করুন। যাতে এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের মর্যাদা ও সহানুভূতির সাথে আচরণ করা হয়।

21 এইচআইভি দ্বারা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত রাজ্যগুলি হল: অন্ধ্র প্রদেশ (৩১৮,৮১৪), মহারাষ্ট্র (২৮৪,৫১১), কর্ণাটক (২১২,৯৮২), তামিলনাড়ু (১১৬,৫৩৬), উত্তর প্রদেশ (১১০,৯১১) এবং গুজরাট (৮৭,৪৪০)। সরকার যেন তাদের পুনরুদ্ধার এবং প্রতিরোধের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়।

22 আসুন আমরা বাবা-মায়ের ভুলের কারণে এইডস আক্রান্ত শিশুদের জন্য প্রার্থনা করি; ঈশ্বর যেন তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি রাখেন এবং তাদের শরীরে সম্পূর্ণ আরোগ্যের বার্তা দান করেন।

23 প্রার্থনা করুন যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি দেশজুড়ে এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সচেতনতা এবং শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

24 প্রার্থনা করুন যে সত্য, ভালোবাসা এবং ঐক্য প্রতিটি গির্জাকে পূর্ণ করে এবং শিশু এবং যুবকরা ঈশ্বরের জন্য তাদের আত্মায় আগুনে জ্বলতে থাকে।

25 ঈশ্বর যেমন পবিত্র, তেমনি প্রত্যেক বিশ্বাসী যিনি তাঁকে জানেন তিনি যেন পবিত্রতার জীবনযাপন করেন এবং পূর্ণ নিষ্ঠা ও প্রস্তুতির সাথে উপাসনা করেন।

26 ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অনুসারে সকল মানুষের উপর পবিত্র আত্মা বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করো; যাতে তাঁর জন্য তৃষ্ণার্ত সকলেই তাঁর অভিষেক পরিমাপ ছাড়াই পায়।

27 পবিত্র আত্মার আগুন প্রতিটি সাধকের উপর বর্ষিত হোক, তাদেরকে উপহার, ফল এবং শক্তি দিয়ে পূর্ণ করুক, যাতে চিহ্ন ও আশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পায় এবং এই শেষ দিনগুলিতে গির্জা জুড়ে পুনরুজ্জীবনের শিখা জ্বলে ওঠে।

28 জাতি ধ্বংসকারী কামনা, অনৈতিকতা, হত্যা, ডাকাতি এবং আসক্তির আত্মার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করুন এবং প্রার্থনা করুন যে সমস্ত মানুষ মুক্তি পায়।

29 প্রার্থনা করুন যেন প্রতিটি জাতির মধ্যে সুসমাচার প্রচারিত হয়; প্রতিটি শহর এবং গ্রামে গির্জা স্থাপন করা হয় এবং বিশ্বজুড়ে ঈশ্বরের রাজ্য গড়ে ওঠে।

30 পরিশেষে, আসুন আমরা আগ্রহের সাথে প্রার্থনা করি যে এই শেষকালে, আত্মা জয়ী দাসদের সেনাবাহিনী এবং ঈশ্বর এই পৃথিবীতে পরিত্রাণের সর্বশ্রেষ্ঠ ফসলের আদেশ দিচ্ছেন!

পুনরুজ্জীবন বীজ

আলেকজান্ডার ডাফ

যারা বীজ বপন করেছিল, অনেক আগেই পুনরুজ্জীবন তাদের জীবন দিয়েছে আত্মার জন্য-ছাড়া আরাম, খ্যাতি, অথবা পুরস্কারের আশা করা। আজকের বেশিরভাগ তরুণ হয়তো নাও পারে এমনকি তাদের নামও জানি। এজন্যই, গত নয় মাস ধরে, এর অধীনে "পুনরুজ্জীবনের বীজ" বিষয়ে আমরা পুরুষ এবং মহিলা যারা সম্পর্কে শেখার খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। গত মাসে, আমরা রবার্ট মরিসনের জীবন অধ্যয়ন করেছি, একজন ধর্মপ্রচারক যিনি সাহসের সাথে ঈশ্বরের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন ক্ষেত্র চেয়েছিলেন। তিনি চীনে ২৫ বছর ধরে সেবা করেছিলেন - এমন একটি দেশ যেখানে সুসমাচারের প্রকাশ্য প্রচারের কঠোর বিরোধিতা ছিল। সেখানে, তিনি প্রথম বাইবেলকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন, খ্রিষ্টের অবিনশ্বর বাক্যকে চীনা জনগণের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এই মাসে, আসুন আরেকজন ধর্মপ্রচারকের কথা দেখি যিনি ১৮ শতকে এক ঐশ্বরিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতে এসেছিলেন - যিনি উচ্চ বর্ণের সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছেছিলেন এবং তাদের সুসমাচার শোনার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আলেকজান্ডার ডাফ।

আলেকজান্ডার ডাফ: শিক্ষিত অভিজাতদের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি

আলেকজান্ডার ডাফের জন্ম ১৮০৬ সালের ২৫ এপ্রিল স্কটল্যান্ডে। তিনি সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাইবেল স্টাডিজ এবং বিজ্ঞান উভয় বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৮২০ সালের দিকে, স্কটল্যান্ড জুড়ে পুনরুজ্জীবন এবং মিশনারি আবেগের এক ঢেউ দাবানলের মতো বয়ে যায়। এই সময়ে, ডাফ ব্যক্তিগতভাবে প্রভুর সাথে সম্পর্কিত হন এবং মাত্র ২৩ বছর বয়সে মিশনারি সেবায় তার জীবন উৎসর্গ করেন। ১৮২৯ সালে, স্কটল্যান্ডের চার্চ তাকে তাদের প্রথম মিশনারি হিসেবে নিযুক্ত করে। একই বছর, তিনি অ্যান ডাফকে বিয়ে করেন এবং তারা একসাথে কলকাতার বুদ্ধিজীবী এবং উচ্চ বর্ণের সম্প্রদায়ের কাছে খ্রিষ্টের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন।

ক্ষতি দ্বারা অস্থির

১৮৩০ সালে ভারত ভ্রমণের সময়, এই দম্পতি দুটি জাহাজডুবির মুখোমুখি হন। এর মধ্যে একটিতে, ডাফ তার সমস্ত বই, সার্টিফিকেট এবং ব্যক্তিগত জিনিসপত্র - যা কিছু ছিল - হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

হাল ছেড়ে দিতে। বিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে, তিনি অবিচলভাবে ভারতে তার যাত্রা চালিয়ে যান। তিনি পৌঁছানোর পর, ডাফ তার ঈশ্বর-প্রদত্ত দৃষ্টিভঙ্গি পূরণের জন্য যাত্রা শুরু করেন: পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং বাইবেলের সত্যের মিশ্রণ, পাশাপাশি ইংরেজি, বিজ্ঞান এবং ধর্মগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া। এই পদ্ধতির মাধ্যমে, তিনি ভারতের বুদ্ধিজীবী অভিজাতদের চোখ খুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কুসংস্কারের শৃঙ্খল ভেঙে তাদের দেখাতে যে যীশু খ্রীষ্টই প্রকৃত ত্রাণকর্তা।

একটি বিপ্লবী পদ্ধতি

ডাফের আগমনের আগে, ভারতের উচ্চবর্ণ এবং ধনী শ্রেণীর লোকেরা সুসমাচারের প্রতি খুব কম আগ্রহ দেখিয়েছিল। গ্রামীণ গ্রামের দরিদ্র এবং নিম্নবর্ণের মানুষরা খোলামেলা এবং প্রতিক্রিয়াশীল ছিল, কিন্তু শিক্ষিত অভিজাতরা দূরে এবং সন্দেহবাদী ছিল। ডাফ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে খ্রিস্টধর্ম কেবল তখনই ভারতে গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসতে পারে যখন এটি এই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর হৃদয় ও মনে পৌঁছায়। যদিও তার সময়ের অনেক মিশনারি এবং শিক্ষা নেতা তার দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছিলেন, ডাফ অবিচল ছিলেন। ভারতে আসার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি একটি বটবৃক্ষের নীচে একটি ছোট ইংরেজি স্কুল খোলেন - মাত্র পাঁচজন ছাত্র নিয়ে শুরু হয়েছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে, সংখ্যাটি বেড়ে ৩০০ জন ছাত্রে পরিণত হয়! উচ্চবর্ণের বাঙালি পরিবারের অনেক যুবক শেখার জন্য প্রচুর উৎসাহ দেখিয়েছিলেন।

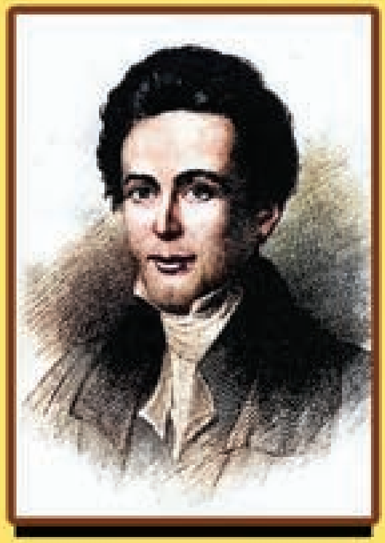

যদিও পাঠ্যক্রমটিতে পাশ্চাত্য শিল্পকলা, বিজ্ঞান এবং ইংরেজি অন্তর্ভুক্ত ছিল, খ্রিষ্টীয় শিক্ষা ছিল সমগ্র কর্মসূচির ভিত্তি এবং কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিটি দিন প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ এবং ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু হত। স্কুলের পাঠ্যক্রমের মূল বিষয় হিসেবে বাইবেলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। মাত্র তিন বছরের মধ্যে, চারজন ছাত্র প্রকাশ্যে খ্রিস্টকে গ্রহণ করেছিল এবং বাপ্তিস্ম নিয়েছিল।

এক বিদ্যালয় থেকে একটি আন্দোলনে

এই ধর্মান্তরিত হওয়ায় ভীত কিছু ছাত্র স্কুল ছেড়ে চলে যায়- কিন্তু অনেকেই স্কুলে এসেছিল

সত্য। ঈশ্বর নিজেই ডাফের প্রতিষ্ঠানে আন্তরিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে এসেছিলেন। দশম বর্ষের মধ্যে, স্কুলে ৮০০ জনেরও বেশি ছাত্রী ছিল। এমন এক সময়ে যখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করত, "মহিলাদের কেন পড়াশোনা করা উচিত?" ডাফ সাহসের সাথে উচ্চ বর্ণের মহিলাদের জন্য একটি পৃথক স্কুল খুলেছিলেন। এই অগ্রণী পদক্ষেপটি বেশ কয়েকজন ধনী যুবতীকে শিক্ষা এবং বিশ্বাসের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। বছরের পর বছর ধরে, হাজার হাজার ছাত্রী তার স্কুল থেকে পাস করেছিল। তার পরিচর্যার অধীনে আসা শিক্ষিত এবং প্রভাবশালীদের মধ্যে, ৩৩ জন উচ্চ বর্ণের ব্যক্তি প্রকাশ্যে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। সংখ্যায় কম হলেও, এই গোষ্ঠীর ভারতীয় সমাজে বিরাট প্রভাব ছিল। অনেকেই মিশনারি, যাজক এবং গির্জার শক্তিশালী স্তম্ভ হয়ে ওঠেন। এটি ছিল আলেকজান্ডার ডাফের পরিচর্যার স্থায়ী ফল।

একটি উত্তরাধিকার যা একটি আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল

ডাফ তার শতাব্দীর সবচেয়ে সফল এবং স্পষ্টবাদী মিশনারিদের একজন হয়ে ওঠেন - একজন সত্যিকারের মিশনারি বক্তা। তিনি ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং আমেরিকা জুড়ে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন, মিশন ক্ষেত্রের জন্য প্রার্থনা এবং আর্থিক সহায়তা জোগাড় করেছিলেন। শিক্ষার সাথে ধর্মপ্রচারের সমন্বয়ের তার অগ্রণী পদ্ধতি একটি মডেল হয়ে ওঠে যা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তার কাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, ১০০ জনেরও বেশি তরুণ বিদেশে মিশনারি হিসেবে সেবা করার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন।

আমাদের প্রজন্মের কাছে একটি আহ্বান

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, আলেকজান্ডার ডাফ ধনী ও শিক্ষিতদের মধ্যে সুসমাচার প্রচারের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছিলেন, যা অনেককে খ্রিস্টের দিকে পরিচালিত করেছিল। আজ, নগরায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শিক্ষা আধুনিক পিতামাতা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছে, আমাদের লক্ষ্য কৌশল কী?

যদি ঈশ্বর আমাদেরকে আলেকজান্ডার ডাফের মতো ডাকেন - শিক্ষিত, নগরবাসী এবং প্রভাবশালীদের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেওয়ার জন্য, আমরা কি তাঁর ডাকে সাড়া দিতে ইচ্ছুক হব?

প্রবণতা....!

কোনো প্রবণতা নয় আমার বন্ধু

হ্যালো বন্ধুরা! কেমন আছো সবাই? প্রতি মাসে এই কলামে, আমরা সেই প্রবণতার জিনিসগুলি অন্বেষণ করেছি যা প্রায়শই আজকের তরুণদের আকর্ষিত করে এবং বিভ্রান্ত করে। এবার, আসুন আরেকটি প্রবণতা সম্পর্কে কথা বলি যা নীরবে আমাদের সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

তরুণরা হিসেবে, অন্যদের প্রভাবিত করার জন্য আমরা যা করি তার অনেক কিছুই অজান্তেই আমাদের সমস্যায় ফেলতে পারে। আজকের তরুণদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রবণতা হল উদযাপন, পার্টি এবং বন্ধুদের সাথে ভ্রমণের জন্য ক্রমাগত আকাঙ্ক্ষা। এই কার্যকলাপগুলি মজাদার এবং উত্তেজনাপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু এগুলি প্রায়শই আমাদের আর্থিক ক্ষতি করে, আমাদের শরীরকে দুর্বল করে দেয় এবং এমনকি আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তিকেও নিস্তেজ করে দেয়। যখন এই জিনিসগুলি সুস্থ সীমা অতিক্রম করে, তখন এগুলি একজন তরুণের ভবিষ্যতকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে পারে।

বাইবেল এবং উদযাপন

বাইবেলেও উৎসবের কথা বলা হয়েছে। ইয়োবের সন্তানরা নিয়মিতভাবে তাদের জন্মদিনগুলো মহান উৎসবের মাধ্যমে উদযাপন করত। কিন্তু প্রতিটি উৎসবের পর, ইয়োব ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলি উৎসর্গ করতেন, বলতেন, "হয়তো আমার সন্তানরা পাপ করেছে এবং তাদের অন্তরে ঈশ্বরকে অভিশাপ দিয়েছে।" (ইয়োব ১:৫)। তার উৎসবগুলো ছিল এক সুরক্ষার বৃত্তের অধীনে, যার সীমা ছিল। বিপরীতে, যাকোবের কন্যা দীণা, শিখিম অন্বেষণ করতে বেরিয়ে নিরাপত্তার সীমানা অতিক্রম করে চলে গিয়েছিল। সেই একটি অসাবধান পদক্ষেপের ফলে তার অনেক ক্ষতি হয়েছিল, সে তার পবিত্রতা এবং মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছিল।

সীমানা আশীর্বাদ নিয়ে আসে

শাস্ত্র বলে, "যদি কেউ অধ্যক্ষ হতে চায়, তবে সে মহৎ কাজ করতে চায়।" (১ তীমথিয় ৩:১)। কিন্তু বেশিরভাগ তরুণ-তরুণী তত্ত্বাবধান বা জবাবদিহিতা পছন্দ করে না। সত্যি বলতে, আমরা কী করতে হবে তা বলা পছন্দ করি না! তবুও, ১ পিতর ৫:৫-৬ পদে, প্রেরিত পিতর বিশেষভাবে তরুণদের বশ্যতা ও নম্রতার নির্দেশ দিয়েছেন। মিশরের যুবক যোষেফ প্রতিদিন এই জেনে বেঁচে থাকতেন যে ঈশ্বর তাকে দেখছেন এবং সেই সচেতনতা তাকে প্রলোভন প্রতিরোধ করতে এবং বিজয় অর্জনে সাহায্য করেছে। ঈশ্বরের সীমানার মধ্যে অনুষ্ঠিত উদযাপন আনন্দ এবং আশীর্বাদ নিয়ে আসে। যখন আমরা জবাবদিহি এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকি, তখন আমরা সেই ফাঁদগুলি এড়াতে পারি যা অনেক জীবন ধ্বংস করে।

আপনি প্রবণতা অনুসরণ করার আগে চিন্তা করুন

জ্ঞানী রাজা শলোমন লিখেছিলেন: "হে যুবক, তুমি যখন যুবক, তখন আনন্দিত হও, আর তোমার যৌবনকালে তোমার হৃদয় তোমাকে আনন্দিত করুক। তোমার হৃদয়ের পথ অনুসরণ করো এবং তোমার চোখ যা কিছু দেখে, তা অনুসরণ করো, কিন্তু জেনে রাখো যে, এই সমস্ত কিছুর জন্য ঈশ্বর তোমাকে বিচারে নিয়ে আসবেন।" (উপদেশক ১১:৯)। আজকের প্রজন্ম প্রায়শই বিশ্বাস করে যে প্রকৃত সুখ পার্টি, উচ্চস্বরে সঙ্গীত এবং সপ্তাহান্তের রোমাঞ্চের মধ্যে পাওয়া যায়। তারা এটিকে একটি প্রবণতা বলে। কিন্তু একবার ভাবো- এই পথ কি সত্যিই তোমাকে শান্তি দেয়? এটি কি স্থায়ী আনন্দ নিয়ে আসে? ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা এবং ক্ষণস্থায়ী আনন্দের পিছনে ছুটে তোমার ভবিষ্যত এবং তোমার অনন্ত জীবন হারাবে না!

তোমার প্রবণতা পুনরায় সংজ্ঞায়িত কর!

তোমার জীবন নষ্ট করে দেয় এমন মিথ্যা চাকচিক্য থেকে দূরে সরে যাও।

সদাচরণের নতুন ধারা তৈরি কর - যা চিরন্তন আনন্দ এবং স্থায়ী শান্তি বয়ে আনে। আপনার জীবনযাত্রায় যীশু খ্রীষ্টকে প্রতিফলিত করুন, যিনি পৃথিবীকে জয় করেছেন। কারণ একমাত্র প্রকৃত প্রবণতা প্রেরণকারী আছেন যিনি পৃথিবীকে জয় করেছেন এবং তিনি হলেন যীশু। (যোহন ১৬:৩৩).